স্পট : বগুড়া সাতমাথা

‘ভাই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হল, ‘ট্যাকার অভাবে বিয়া পর্যন্ত করতে পারি নাই’

বগুড়া সাতমাথা। সাতটি রোড এসে একসাথে মিলিত হয়েছে যেখানে। অনেকটা ঢাকার গুলিস্তানের মতো কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ। বিভিন্ন পেশার মানুষের পদচারণায় মুখরিত হচ্ছে প্রতিদিন। এ নিয়েই এবারের ২৪ ঘন্টার প্রতিবেদন। লেখা ও ছবি : **তাউস রানা**

সকাল ৬.০০ : গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। তবুও স্বাভাবিক নিয়মে আলোকিত হয়েছে পৃথিবী। পুরো একটা দিনকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে মানুষের পদচারণা। অনেকেই রিকশা ভ্যানে লাগেজ নিয়ে সাতমাথার বাস কাউন্টারের দিকে যাচ্ছেন।

৬.১৫ : রিকশা থেকে নামলাম। সাতমাথায় এখন অন্য রকম পরিবেশ। সুদৃশ্য বিশাল বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে দূর-দূরান্তে যাবার জন্য। হেলপার গলা হাঁকাচ্ছে—ঢাকা, লালমনিরহাট, হিলি, জয়পুরহাট যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। রিকশা, ভ্যানে আসা লাগেজগুলোয় ভরে যাচ্ছে লাগেজ বক্স। পরিবার নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন জুয়েল।

এই সকালেই কিছু ছেলেকে স্কুল ড্রেসে দেখা যাচ্ছে স্কুলে যেতে। সাইকেলে, রিকশায় বা পায়ে হেঁটে চলছে তারা। ফয়সাল হাসান বগুড়া জিলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। জানালো, সোয়া সাতটায় ক্লাস শুরু হবে। সাতমাথার নবাববাড়ি রোডে তার স্কুল।

৭.০০ : শেরপুর রোড সাতমাথার এসে মিলেছে। দাঁড়িয়ে আছি একপাশে। বাসের হেলপাররা যাকেই দেখছে এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে। জিজ্ঞাসা করছে ভাই কই যাইবেন? গন্তব্য স্থান মিলে গেলে দরদাম করে বাসে উঠিয়ে নিচ্ছে। রিফাত পরিবহনের হেলপার কাছে এসে বললো, ভাই ঢাকা যাইবেন? আমি উত্তর দেয়ার আগেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি বললো, এই বাস কি লোকাল?

: এল্লার (এই) বাস লোকাল হয় না। সরাসরি মহাখালী।

৮.০০ : সাতমাথার বাসগুলো দূর-দূরান্তে রওনা হয়েছে। বাস কাউন্টারের সামনে কোনো বাস নেই। সব বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছে। যাত্রীরা টিকেট নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছেন। রাত ১০টা পর্যন্ত ওখান থেকেই বাসের যাত্রা শুরু হবে।

সাতবেহারার পাল্কি রাজপথে নয়, এখন যাদুঘরে

সপ্তনদী মার্কেটের ক্যাফে সাতমাথার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ক্যাফেতে বেশ ভিড়। মার্কেটের এক কোণায় কয়েকজন পুলিশ বসে আছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ফুটপাতের দোকানগুলো পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেয়া হচ্ছে। বারো বছর বয়সের শাকিল কিছু দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির জন্য রাস্তায় নামতে পারছে না। পত্রিকা বিক্রির পাশাপাশি সে স্কুলেও পড়ে। জানালো, সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সাতমাথায় পত্রিকা বিক্রি করে সে, তারপর স্কুলে যায়। প্রতিদিন ৩০/৩৫টি দৈনিক ও ১০/১২টি সাপ্তাহিক পত্রিকা বিক্রি করে চলে তাদের সংসার।

৯.০০ : নবাববাড়ি রোডে স্টুডিও আওরঙ্গজেবের মালিক আবদুল্লা আওরঙ্গজেব বাবুল। তিনি জানালেন, সাতমাথায় সাতটি রোডের বৈশিষ্ট্যের কথা। বর্তমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম রোডকে অনেকে থানা রোড বলে। ঝাউতলা বলেও পরিচিত এই এলাকা। এক সময় অনেক ঝাউগাছ ছিল। এখন নেই। দিনাজপুর, রংপুর, মহাস্থানগড়ের বাস এই রোড দিয়েই চলে। টেম্পল রোডে রয়েছে প্রায় দু'শো বছরের পুরনো হিন্দু জৈন মন্দির, ফতেহ মাজার, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। তারপর রয়েছে এসএ খান লেন। নিউমার্কেট লেন ও সোনার দোকান নিয়ে ব্যস্ত এ এলাকা। নবাববাড়ি রোড়কে নয়আনা জমিদার এলাকা বলা হয়। এখানে রয়েছে কারুপল্লী, শহীদ মিনার ও মিউজিয়াম। শেরপুর রোড রয়েছে সাতআনী বাড়ি। কথিত আছে এই এলাকার জমিদার সাতআনা জমির মালিক ছিলেন। প্রায় দু'শো বছরের পুরনো অ্যাডওয়ার্ড পার্কের অবস্থান গোহাইল রোডে। সপ্তম অ্যাডওয়ার্ডের নামে এই পার্ক। অনেকে এই রোডকে পার্ক রোড বলে। স্টেশন রোডে রয়েছে দু'টি বিখ্যাত দইয়ের দোকান। একটির নাম দইঘর। অন্যটি

মুক্তিযোদ্ধার ভাস্কর্য, এভাবেই বেঁচে আছে মুক্তিযুদ্ধ

আলহাজ মহরম আলী দইঘর।

এই সাতটি রোডে মিলিত হয়েছে এক জায়গায়। যার নাম বগুড়া সাতমাথা।

১০.০০ : দাঁড়িয়ে আছি শহীদ খোকন পৌর শিশু উদ্যানে। একপাশে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। সবাই এটাকে খোকন পার্ক বলে। পার্কের বেঞ্চে কিছু লোক ঘুমুচ্ছে। সামনে রয়েছে ফুলের দোকান। রজনীগন্ধা, গোলাপ ইত্যাদি। পার্কের সাইনবোর্ডে লেখা– খোকন ভিলা। স্বাধীনতা যুদ্ধে '৭১ সালে পাক বাহিনীর হাতে নিহত হন তিনি। এটির স্বত্বাধিকারী বগুড়া পৌরসভা।

১০.৩০ : টেম্পল রোডের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট দেখতে অনেকটা পুরান ঢাকার মতো। প্রায় দু'শো বছরের পুরনো হিন্দু জৈন মন্দির তার ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বগুড়ার সবচেয়ে পুরনো মন্দির এটি। এখন দুর্গাপূজার প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে।

সাতমাথার দক্ষিণ দিকে বগুড়া জেলা স্কুল। এইমাত্র স্কুল ছুটি হয়েছে। মর্নিং শিফট শেষ হল। ১২টায় শুরু হবে ডে শিফটের ক্লাস। স্কুল ছুটিতে রাস্তায় বেশ জ্যামের সৃষ্টি হয়েছে।

১১.০০ : শেরপুর রোডে সাতআনী জমিদার বাড়ি। বাড়ির গেটে বেশ বড় দু'টি পাথরের সিংহ। এই এলাকার জমিদার ছিলেন হাফিজুর রহমান চৌধুরী। তিনি সাতআনী মিয়া নামে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে সাতআনা জমির মালিক ছিলেন তিনি। নবাববাড়ি রোডের জমিদার ছিলেন নয়আনা জমির মালিক। সাতআনা মিয়ার নাতি শাহনেওয়াজ রহমান চৌধুরী জানালেন, দু'শো বছরের পুরনো এই জমিদার বাড়ি। এখানে রয়েছে নিজস্ব মাদ্রাসা, কবরস্থান ও মসজিদ।

১১.৩০ : কবি নজরুল ইসলাম সড়কে সিঙ্গার শো রুমের সামনে অনেক লোকের জটলা। ভেতরে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। এমনই একজন মিজানুর রহমান। কাঁচামরিচ ব্যবসায়ী। একপাশে দু'টি ঝাঁকা রেখে দাঁড়িয়ে টিভি দেখছেন তিনি। জানালেন, প্রতিদিনই কেনাবেচা শেষে ফিরতি পথে এখানে কিছুক্ষণ টিভি দেখেন। অনেকটা নেশার মতো হয়েছে তার। না দেখলে ভালো লাগে না।

১২.০০ : মাধু সিনেমা হলে মর্নিং শো শুরু হয়েছে। সিনেমার নাম 'অন্যায়ের প্রতিশোধ'। কাউন্টারে টিকিটের জন্য ঠেলাঠেলি অবস্থা। কিছু অল্প বয়েসী ছেলে সিনেমার বড় পোস্টারগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। হলের সামনেই বিভিন্ন আচার ও ছোলা নিয়ে বসেছে খোকন। কাগজের মধ্যে আচার ছোলা দিয়ে কলা পাতার টুকরা দিয়ে খেতে দিচ্ছেন।

: কলাপাতা কই পাইলেন?

: ফতেহ মার্কেট থাইক্যা কিনা আনছি। ১০০ পাতা ১৬ টাকা।

১২.৩০ : বগুড়ার নামকরা সোনার দোকানগুলো এসএ খান লেনে। গোল্ডেন মার্কেট, আনোয়ারা সুপার মার্কেট পুরোটা জুড়েই সোনার দোকান। প্রতিটি দোকান সোনার অলংকার দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। রাজা জুয়েলার্সের মালিক শাম্মু ও শান্টুর কাছে জানতে চাইলাম ব্যবসার অবস্থা কেমন। তারা বললেন, গত সরকারের আমলে ব্যবসা খারাপ

পত্রিকা ষ্টলে ক্রেতার অভাব না থাকলেও, দর্শকের কমতি নেই

গেছে। এই সরকারের আমলে ভাল কিছু আশা করছেন।

১.০০ : আব্দুল শাকুর আলী বাবুল বিভিন্ন গাছের ডালাপালা ও পাতা নিয়ে ফুটপাতে বসেছেন। তিনি যৌন ও শরীর দুর্বলের চিকিৎসা করে থাকেন। একজন লোককে তিনি বোঝাচ্ছেন তার চিকিৎসা প্রক্রিয়া। ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ লাগে তার ওষুধে কাজ করতে। বিবাহিত হলে সপ্তাহে ১২৮ টাকার ঔষুধ। অবিবাহিত হলে ৩৬ টাকা। লোকটি সন্দেহের সুরে জানতে চাইলো, এই ওষুধে কি কাজ হয়, ভুয়া নাতো? শাকুর আলী বেশ উচ্চস্বরে বললেন নয় বছর ধইরা এইহানে ব্যবসা করবার লাগছি। কেউ দোষ ধরতে পারে নাই।

'ভুয়া' বলায় বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন তিনি।

ফুটপাতের হোটেল রাতেও জমজমাট

২.০০ : এসকে মার্কেটের সামনে ডিভির ফর্ম ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল লটারির টিকেট বিক্রি করছেন আনিসুর রহমান। জানালেন, প্রতিদিন ২০/২৫টি টিকেট বিক্রি হয়। ডিভি ফরম বেশি বিক্রি হচ্ছে এখন। শেষ দিন লটারির টিকিট বেশি বিক্রি হয়। ডিভির জন্য কখনোই আবেদন করেনি সে। কেন করেননি জানতে চাইলে বলেন, শিক্ষা নাই, আমেরিকা যাইয়া কি করুম। তার পাশে ফজলার রহমানও লটারি বিক্রি করছেন। গত ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিল লটারিতে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি।

: টাকা কি করেছেন?

: এত অল্প টাকা, কি করমু। বেশি হইলে ব্যবসা করা যাইত।

৩.০০ : রূপালী ব্যাংকের গলিতে পুরনো কাপড় নিয়ে বসেছে কিছু লোক। অনেকে সুর তুলে দাম হাঁকাচ্ছে, 'লইয়া সান ৮০ টাকা, ভাল জিনিস ৮০ টাকা'। ঢাকার ফুটপাতের মতো কাপড় সাজিয়ে বসেছে তারা। জানা গেল, বঙ্গবাজার ও সৈয়দপুর থেকে এই পুরনো কাপড় নিয়ে আসে। শামীম রেজা নামের এক দোকানদার একজনকে বলছে 'লাস্ট দাম কমু, লইলে নিবেন, নইলে না।'

৩.৩০ : বাটার দোকানের পাশে ফুটপাতের পেপার দোকানগুলোতে বেশ ভিড়। লোকজন কেনার চেয়ে নেড়েচেড়ে দেখছেই বেশি। দোকানদার একজনের উদ্দেশ্যে বললেন, ভাই, পেপার লইবেন, না নিলে রাইখ্যা দেন। বহুত দেখছেন। লোকটি পেপার রেখে চলে গেল।

ফুটপাতের অনেক দোকানই রাস্তায় নেমে এসেছে। কলা, পেঁপে, আপেলের দোকানই বেশি। সকালের দিকে এরা রাস্তায় বসেছিল, দুপুরের দিকে ফুটপাতে ছিল। আবার রাস্তায় বসেছে। এরকমের কারণ কি জানতে চাইলে একজন বললো, পৌরসভার লোকজন ঝামেলা করে। রাস্তায় বসতে দেয় না।

৪.০০ : সাতমাথায় লোক সমাগম এখন কিছুটা কম। রিকশাওয়ালারা চুপচাপ রিকশায় বসে আছে। কেউ ঘুমাচ্ছে। কিছু লোক হাতে চটি বই নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বইগুলোর নাম এরকম- মহানায়ক লাদেন, জনগণ কেন আওয়ামী লীগকে চায় না, জানার আছে অনেক কিছু ইত্যাদি। মহানায়ক লাদেন বইটি বেশি বিক্রি হচ্ছে- জানালেন আবদুর রহমান। দুই থেকে পাঁচ টাকার মধ্যে এগুলোর দাম সীমাবদ্ধ। কথা প্রসঙ্গে আবদুর রহমান ব্যক্তিগত দুঃখের কথা জানালেন অতি কষ্টে এক লাখ টাকা জমিয়ে মালয়েশিয়া গিয়েছিলেন তিনি। গলাকাটা পাসপোর্টের পাল্লায় পরে সেদিনই দেশে ফিরিয়ে দিয়েছে তারা। পরে টাকা ফেরত পাননি। দুঃখ করে বললেন, ভাই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হল, 'ট্যাকার অভাবে বিয়া পর্যন্ত করতে পারি নাই।'

সাতমাথা মোড়ের স্বর্ণের দোকান

৪.২৫ : গোহাইল রোডে সপ্তম অ্যাডওয়ার্ডের নামে অ্যাডওয়ার্ড পার্ক। পার্কের ভেতরে একটি লাইব্রেরি। রয়েছে একটি পরিচ্ছন্ন পুকুর। প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল পুকুরের দুই পাশে সাজানো রয়েছে। অনেকেই বসে আছে। বাচ্চাদের খেলার জন্য কয়েকটি দোলনা দেখা যাচ্ছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেকদিন ওগুলো ঠিক করা হয়নি।

৫.০০ : নবাববাড়ি রোডে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে মোহাম্মদ আলী মিউজিয়াম। টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সবকিছু পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। রেলগাড়িতে উঠার জন্য অনেকে লাইনে দাঁড়িয়েছে। তার পাশেই মাটি দিয়ে বানানো গরুগাড়ি, পালকি ও অন্যান্য জিনিস সুন্দর করে সাজানো। ছবি তুলতে যাব এমন সময় একজন এসে জানালো, ব্যক্তিগত ক্যামেরায় ছবি তোলা নিষেধ। মিউজিয়ামের নিজস্ব ক্যামেরায় ছবি তুলতে হবে। আমার পরিচয় দিলাম। লোকটি মালিকের সাথে কথা বলতে বললেন। মালিক

সৈয়দ হামদে আলী জানালেন, তিন বছর হল এই মিউজিয়াম করা হয়েছে। আগে নবাববাড়ি ছিল। টিকিট বিক্রির মাধ্যমে যে আয় হয় তা দিয়ে এর খরচ চালানো হয়। ছবি তোলার অনুমতি দিলেন তিনি। মিউজিয়ামের ভেতরে এক পাশে রয়েছে নবাবদের জীবনযাত্রা নিয়ে আলাদা কক্ষ। মাটির তৈরি নবাব ও কর্মচারী দিয়ে বোঝানো হয়েছে তাদের জীবনযাত্রা।

৫.৪৫ : মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে বাম পাশে কারুপল্লীতে ঢুকলাম। চারপাশে জীব-জানোয়ারগুলো মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এক পাশে রয়েছে বায়োস্কোপ। আর সবার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল আদিম মানুষের আজব গুহা। আদিম মানুষ কিভাবে বসবাস করতেন তা ফুটে উঠেছে এখানে। এর স্লোগান- ফিরিয়ে দাও অরণ্য। কারুপল্লীর অংকন কর্মী আমিনুল ইসলাম মুকুল জানালেন, কারুপল্লীর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত আমিনুল করীম দুলাল। তিনি ১৯৯৩ সালে আমেরিকার অশোকা ফেলোশিপ পেয়েছিলেন এর জন্য।

৬.১৫ : সাতমাথা পুরোটা জ্যামে ডুবে আছে। বাটার দোকানের সামনে কয়েকটা রিকশা দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রাফিক পুলিশ একটি রিকশার পাম্প ছেড়ে দিলেন। ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, মানুষের চেয়ে রিকশা বেশি। সে অনুযায়ী ট্রাফিক কম। আর এখানকার রিকশাওয়ালা খুবই খারাপ, কথা শোনে না।

৭.০০ : থানা রোডে শক্তি ঔষধালয় দোকানের পাশে কিছু জুতা নিয়ে বসেছেন একজন। অনেকেই আগ্রহ নিয়ে জুতা দেখছেন। একজন দাম জিজ্ঞেস করলে দোকানদার বললো, ৭০০ টাকা।

: চোরাইমালই এত দাম?

: চোরাইমাল না, চিটাগাং থাইক্যা নিয়া আইছি। লোকটি ১০০ টাকা দাম বলে চলে গেল।

৯.০০ : নাইট শো দেখার জন্য মাধু সিনমা হলে লোকজনের ঠেলাঠেলি। ডিমের ঝুড়ি নিয়ে বসেছে কয়েকজন। ভ্যানগাড়িতে ডাব নিয়ে বসেছিলেন আবদুল আলীম। জানালেন, সকাল ছয়টায় ডাবের জন্য নাটোর গিয়েছিলেন তিনি। ফিরেছেন চারটায়। ১২০টি ডাবের মধ্যে ৮০টি বিক্রি করেছেন। আরও চল্লিশটি বিক্রি করে তারপর ফিরবেন বাড়ি।

৯.১৫ : সপ্তনদী মার্কেটের বারান্দায় পিলারের সাথে পান সিগারেটের দোকান। সোনা মিয়া এইমাত্র দোকানে বসলেন। সকাল ছয়টায় এসে তাকে দোকানে দেখেছিলাম। নিজস্ব দোকান নয়, চাকরি করে সে। রাত নয়টায় বসেছেন, সারারাত দোকানদারি করে উঠবেন সকাল নয়টায়। বার ঘন্টা ডিউটি করে মাস শেষে কত পান জানতে চাইলে বলেন, খাইয়া পইরা বাইচ্যা থাকি।

বাটার দোকানের সামনে ফুটপাতে

বগুড়ার দই, সব সময় বিখ্যাত

সারাদিন পেপার বিক্রি করে বাড়ি ফিরছেন আব্দুর রাজ্জাক সাজু। কমিশনের বিনিময়ে পেপার বিক্রি করে সে। মালিককে সব হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে আজ কমিশন পেয়েছেন ৫০ টাকা।

১০.১৫ : কচু পাতার মতো কিছু গাছ ঝুলছে হেলালুজ্জামানের দোকানে। হেকেমী শরবত বিক্রি করে সে। তার দোকানটি সুন্দর করে সাজানো। বিভিন্ন বোতলে রয়েছে ৩২ রকমের গাছগাছড়া। ত্রিফলা, হরতকিসহ নানা গাছ। সাধারণ গ্লাসের দাম ২ টাকা। স্পেশাল গ্লাস ৫ টাকা। উপকার কি? হেলাল জানালো, মাথা ঠাণ্ডা রাখে ও পেট পরিষ্কার করে।

১০.২৫ : নবাববাড়ি রোড ও এমএ খান লেনের মাঝখানে একটি স্ট্যাচু। একজন মুক্তিযোদ্ধা এক হাতে একটি রাইফেল ও অন্য হাতে একটি কবুতর উঁচু করে ধরে আছে। স্ট্যাচুর নিচে একটি দোকানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পোস্টার লাগাচ্ছেন মকবুল হোসেন ও রহমান। মকবুল হোসেন পৌরসভায় কাজ করে আর রহমান রিকশা চালায়। পার্টটাইম হিসেবে রাতে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পোস্টার লাগায়। আজ তারা ৪০০ পোস্টার নিয়ে বের হয়েছে। প্রতি পোস্টারে তারা পাবে ৫০ পয়সা করে।

১০.৪৫ : এত রাতেও ভিক্ষা করে যাচ্ছেন রজব আলী ও জায়দা। রাত-দিন সাতমাথায়ই থাকে তারা। ঘুমায় মার্কেটের বারান্দায়। জানা গেল, নদী ভাঙার পর থেকেই সাতমাথায় আশ্রয় নিয়েছে তারা। 'কত পেয়েছেন আজকে?' রজব আলী বলতে চাচ্ছে না। জায়দা জানাল, সারাদিনে ১৪০ টাকা আয় হয়েছে তার।

১১.০০ : বাসস্ট্যান্ড ছেড়ে সাতমাথার মোড়ে জড়ো হয়েছে বাসগুলো। সকালের মতো অবস্থা। রিকশাওয়ালারা রাস্তার পাশে সারি ধরে অপেক্ষা করছে। কোনো বাস এলেই বেড়ে যাচ্ছে তাদের ব্যস্ততা। এমআর পরিবহনের কলার বয় মোহাম্মদ শামীম আমার কাছে এসে জানতে চাইল ঢাকা যাব কিনা। সাতমাথা ঘুরে যাত্রী সংগ্রহই তার কাজ। যাত্রী প্রতি ১০ টাকা কমিশন পান। মাত্র ৬ জন যাত্রী সংগ্রহ করেছে সে। জানালেন, এসআর পরিবহন ছাড়া সব প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ কলার বয় রয়েছে সাতমাথায়। রাত সাড়ে ১১টার পর কোনো গাড়ি সাতমাথা থেকে যায় না। ঢাকা থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অল্প কিছু গাড়ি সারারাত আসে। তখন নতুন করে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সাতমাথার মানুষগুলো।

১১.১৫ : বগুড়ার বিখ্যাত কয়েকটি দইয়ের দোকানের মধ্যে সাতমাথার আলহাজ মহরব আলী দইঘর একটি। মালিকের ছেলে আলহাজ হাফিজার রহমান দোকানে বসেছিলেন। জানালেন, নিজস্ব বন্টনিয়া (যেখানে দই বানায়) রয়েছে তাদের। ১৫০ বছর ধরে তাদের এই ব্যবসা। দাম সম্পর্কে তিনি বললেন, সরা ৫০ টাকা কেজি, এয়া হাঁড়ি ৪৫ টাকা, ক্ষিরসা ১২০ টাকা ও ঘি ২০০ টাকা কেজি। ভালো দই কিভাবে হয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, ভালো দুধ ও ভালো মানুষ মিলে ভালো দই হয়।

১১.৩০ : প্রান্তি হোটেল। পুরো রাতকে সামনে রেখে চলছে তাদের ব্যস্ততা। পরোটা থেকে ভাত, মাছ সবই আছে হোটেলে। ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকে এই হোটেল। কর্মচারীরা বিভিন্ন শিফটে কাজ করে।

১২.০০ : রাতের অন্ধকারকে মাথায় নিয়ে সাতমাথা ছেড়েছে বাসগুলো। রাস্তায় লোকজন কম। রিকশাগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কখন আসবে একটি বাস সেই অপেক্ষায় তারা। পাশেই ডাস্টবিনে কি যেন খুঁজছে একটি পাগল। সপ্তনদী মার্কেটের বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েছে ভিক্ষুক রজব আলী। পান-সিগারেটের দোকানদার সোনা মিয়া বসে বসে পান চিবুচ্ছে। পুরো রাতটাই পড়ে আছে তার সামনে। আগামীকাল সকাল নয়টা, তারপর তার ছুটি।